কনফিউজড বাঙালী - কানাডায় এবং বাংলাদেশে

শাহ আসাদুজ্জামান
School of Computer Science, McGill University

CBCD বা Canadian Born Confused Deshi (মানে বাংলাদেশী) -- শব্দটা আড্ডা-আলোচনায় প্রায়ই শোনা যায় -- লোকজন একটু বাঁকা চোখে এই নামে ডাকে বাঙালী বাবা-মায়ের সেসব হতভাগা সন্তানদের, যারা কানাডায় জন্মে কিম্বা বড় হয়ে এখন দুই সংস্কৃতির টানাপোড়নে দিশেহারা। যে প্রকৃতির কোলে জন্মেছি সেখানকার মাটি-বাতাস আর জনমানুষ টানে একদিকে, আবার জন্মদাত্রী যে মা - তিনি টানেন অন্য দিকে -- কোন কূল ছেড়ে কোন কূলে যাই? -- শেষে একূল-ওকূল দুকূল হারিয়ে মাঝ নদীতেই ভরাডুবি --- এই হল কনফিউজড বাঙালী।

একুশে ফেব্রুয়ারী গেল সেদিন, সেই বাহান্নর ফেব্রুয়ারীতে বাঙালী ছাত্রদের চিন্তা চেতনা নিয়ে ভাবছিলাম। আর বেশী করে মনে পড়ছিল হতভাগা কনফিউজড বাঙালীদের কথা। আসলে বাঙালীর সন্তান যারা কানাডায় বা পশ্চিমা দেশে বড় হয়েছে কেবল তারাই কি কনফিউজড? খোদ বাংলাদেশের বাঙালীর সন্তানেরা কেমন আছে? মনে হয় তাদের মনোজগতে দ্বন্দ্ব-সংঘাত কোন অংশে কম নয়। বরং তাদের নিয়েই আমার ভাবনাটা বেশী, কারণ সংখ্যায় তারা অনেক বড়।

তা, বাংলাদেশে জন্মেও যারা কনফিউজড, তাদের সমস্যাটা কোথায়? ওরা জন্মে বাংলার মাটির কোলে, কিন্তু ওখানে তাদের বাবা মায়েদের চাহিদা ভিন্ন -- তোমার চারপাশে লোকজন যে ভাষায় কথা বলে ওটা তো ক্ষ্যাত -- টোকাই কিম্বা মুটে মজুরের ভাষা -- ও ভাষা বলে না, ছি! ভদ্রলোকের মত হাই-হ্যালো বল ইংরেজীতে, ভুল-শুদ্ধ যাই হোক। মাটিতে-বাতাসে যে মেঠোসুর, ওটা তো চাষাভুষার গান, ওসব রাখ -- সিলেন ডিয়ন নয়তো শানিয়া টোয়াইন শোন --দেখছনা কি ক্ল্যাসিক! -- এই হল তাদের দ্বন্দ্ব।

কানাডায় কনফিউজড বাঙালীর যে দ্বন্দ্ব তার পেছনের কারণ অজানা সংস্কৃতির প্রতি বাবা-মায়ের ভয় কিম্বা শঙ্কা -- এই বুঝি ছেলে-মেয়ে হারিয়ে গেল, দূরে সরে গেল বা নষ্ট হয়ে গেল। তখন আমরা অতিমাত্রায় বাঙালী হয়ে উঠি, ছেলেমেয়ের চারপাশে যত পারা যায় দেয়াল তৈরী করি, জোর করে বাঙালী বানিয়ে রাখবার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, নিজের আচার-ঐতিহ্য-সংস্কৃতির ধারা সন্তানের মাঝেও বিস্তৃত হোক এটাতো চাইবই -- কিন্তু ওদের নিজেদের চারপাশের জগতকে ঘিরে ওদের নিজস্ব মেধা ও মননের যে স্ফুরণ, তার সাথে এখানকার প্রকৃতি ও মানুষের যোগসূত্রই তো বেশি থাকবে -- ওটাকে রুখতে গেলেই যত কনফিউশন।

ওদিকে বাংলাদেশে যারা কনফিউজড, তাদের দ্বন্দ্বের কারণ কিছুটা ভিন্ন -- সেখানে এর পেছনে কাজ করে ভয় বা শঙ্কা নয়, বরং হীনমন্যতা এবং লোভ। যে করেই হোক ধনপতি আমেরিকানদের সাথে, যারা আজকালকার আশরাফ বংশ, তাদের সাথে নিজেকে এক কাতারে ভাবতে পারলে মনটা গরবে আকাশে ওড়ে -- সাধারণ থার্ড ক্লাস চাষাভুষার থেকে নিজেকে যদি একটু আলাদা প্রমাণ করতে নাই পারলাম তাহলে বুঝি যাত পাত সবই গেল! -- এই হল তাদের কনফিউশন। এজন্যই ছেলেমেয়েকে বাংলা মিডিয়ামের স্কুলে পাঠাতে লজ্জা হয় -- কি হবে ওসব বস্তাপচা ইতিহাস আর গেয়ো সব বাংলা সাহিত্য পড়ে -- তার চেয়ে বরং একটু ফাস্ট হও, স্মার্ট হও, ও-লেভেল এ-লেভেল পড় -- আজকালতো চালচলনে বেশভূষায় স্মার্ট না হলে চাকরি বাকরিও পাওয়া মুশকিল! জ্ঞানের গভীরতা বা বুদ্ধির তীক্ষ্নতার কোন প্রয়োজন নেই -- তোমার স্বকীয়তা কিম্বা মননশীলতার বিকাশের কোন দরকার নেই -- দরকার নেই তোমার চারপাশের মানুষকে জানবার ও বুঝবার। আবার পহেলা বৈশাখ এলে লালপেড়ে শাড়ী পরে পান্তা খেতে যেতে কিন্তু ভুলোনা -- লোকে 'আনকালচারড' বলবে -- ভুলোনা একুশে ফেব্রুয়ারী এলে ফুলে ফুলে রঙীন করে সাজাতে শহীদ মিনার। এই কালচার আর আনকালচারের দ্বন্দ্বে পড়ে শেষমেষ যা তৈরী হয় তা হল একটা রঙীন ফানুস -- দেখতে ঝকঝকে, কিন্তু ভেতরে কোন শক্ত কাঠামো নেই।

আসলে দুই দ্বন্দ্বেরই কারণ হল নিজের চারপাশের যে মানুষ ও সমাজ তাকে বুঝতে না পারা, তার থেকে নিজেকে অলাদা করে রাখতে চেষ্টা করা। আমি যেখানে জন্মেছি -- তার ঘাস-ফুল-লতা-পাতার বুনো গন্ধ গায়ে মেখেই আমি বড় হব। যে জন-মানুষের কোলে পিঠে আমি বেড়ে উঠেছি, যে বাল্যসাথীর সাথে হাসি-খেলায় দিন কাটিয়েছি -- তার সাথেই তো আমার আত্মার সম্পর্ক। তার সংস্কৃতিই তো আমার সংস্কৃতি -- সে বাঙাল চাষা কিম্বা গারো-সাঁওতাল হোক, অথবা হোক গ্রীক,ইতালীয় কিম্বা নিগ্রো। এই মাটি আর মানুষের সংস্কৃতিই হল একুশের চেতনা।